দৈনিক ইনকিলাব ৫

তারিখ 06 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

চিঠিপত্র

শিক্ষার নামে নির্যাতন বন্ধ করা হোক

বিখ্যাত জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডারিক ফ্রয়েবল বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি বাগান এবং কমলমতি শিশুরা সেই বাগানের ফুল। ফুলের বাগানে মালির আন্তরিক পরিচর্যায় যেভাবে একটি বাগান ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় চারিদিকে গন্ধ ছাড়ায় ঠিক তেমনি শিক্ষকের আন্তরিক পরিচর্যা ও নির্মল ভালবাসার দ্বারা শিশুদের জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটে এবং সেই জ্ঞানের আলো সমাজের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেই পরিবেশ অনুপস্থিত। বিশেষ করে ঢাকার কতিপয় নাম করা স্কুলে যেভাবে লেখাপড়ার নামে কোমলমতি শিশুদের ওপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয় তা বর্বর যুগের সামাজিক ব্যবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল, এহেন মানবতা-বিবর্জিত গর্হিত কাজের প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে শিক্ষার্থীকে টিসি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুল থেকে বিদায় নিতে হবে। হাজার হাজার টাকা ডনেশন দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার পর দুঃখজনকভাবে বিদায় নেয়ার ঝুঁকি কোন অভিভাবকই নিতে চান না। ফলে নীরবে-নিভৃতে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে বুকে ধরে গোপনে অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আমাদের মত অসহায় অভিভাবকদের আর কোন উপায় থাকে না।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় অভিভাবকদের তরফ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আকুল আবেদন অনতিবিলম্বে।

সুষ্ঠু তদন্ত করে এহেন বর্বরতা বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। না হলে সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

—জনৈক অভিভাবক, ঢাকা।